ভাষা ও সংস্কৃতির অসীম অহংকার
একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast
Ekush - 2wenty One
(Bengali Community Newspaper)

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সম্পাদক
কাজী মশহুরুল হুদা

সহযোগী সম্পাদক
শিরীন আক্তার

নিয়মিত অংশদাতা
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
মামুন রিয়াজী
আরা আহমেদ
কাজী রহমান
এস, এম হোসেন বাবু
মমতাজ শহীদ
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

কার্টুনিষ্ট
মামুন রিয়াজী (মারি)

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 842-7308
Editor@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING EDITORS
Hamida Akhter (Prof.)
Mamun Reazi (MARI)
Ara Ahmed
Kazi Rahman
S.M. Hossain Babu
Mamtaz Shahid
Dr. Qazi Nasir Uddin

CARTOONIST
Mamun Reazi (MARI)

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

সম্পাদকীয়

স্বাগতম শুভ নববর্ষ, ২০০৮

প্রতি বছরের মতো বছর ঘুরে ঘুরে আসছে, যুগ যুগ ধরে। সভ্যতার সোপানে ধাপে ধাপে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে এক পৃষ্ঠা থেকে অপর পৃষ্ঠায়, এক যুগ থেকে অন্য যুগে। আমরা একুশের পক্ষ থেকে প্রবাসী সকলকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ২০০৭কে পিছনে ফেলে তার যা কিছু ভালো সেগুলোকে ধারণ করে। আগামীতে ২০০৮ সালকে নিজের স্ব স্ব জীবনে আলোকিত করে তুলি। উজ্জ্বল পরিস্নাত বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যায়। নেগেটিভ জীবন তথা হিংসা, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জীবন মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যকর নয়। স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল, এই ভেবে দেহ ও মনের সুস্বাস্থ্য কামনায় আসুন আমি, আপনি, আমরা সকলেই এই নেগেটিভ চর্চা বন্ধ করে নতুন প্রজন্মদের জন্য স্বপ্নের দেশ গড়ার জন্য মনোনিবেশ করি। একজন প্রবাসী হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যতটা সম্ভব প্রচেষ্টা করি। দেশ পরিবর্তনে প্রবাসীর ভূমিকা কোন অংশে কম নয়, এ কথা বিশ্বাস করতে হবে। একজন প্রবাসী হিসাবে স্বদেশের মতো প্রবাসীজনদের জন্য মঙ্গলজনক প্রকল্প প্রণয়ন করার পরিকল্পনা করতে হবে যাতে নতুন প্রজন্মের মাঝে শেকড়ের সাথে বন্ধন সৃষ্টি হয়, যাতে নতুন প্রজন্ম আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নিয়ে গর্ব করতে পারে। শুধু তাই নয়, একজন প্রবাসী হিসাবে এ দেশের মূলধারার মানুষের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। প্যারাসাইট বা পরগাছা হিসাবে নয়, গর্বিত জাতি হিসাবে মেল্টিংপটের মাঝে বাংলাদেশী জাতির সত্তাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হই। ২০০৮ সনে আপনার মহৎ পরিকল্পনার কথা আমাদের কাছে লিখে পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি। মঙ্গলময় হোক আমাদের সকলের জীবন।

নাইন ইলেভেনের অশুভ পরিণতি ওয়ান ইলেভেনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মো হা ম্ম দ মা হ মু দু জ্জা মা ন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু তারিখ বা সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরের মতো অতি গুরুত্ববাহী তারিখগুলোর পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে ১৫ আগস্ট, ৭ নভেম্বর, ৩০ মে, ৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি তারিখগুলো আলোচিত ও ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। এসব শুধু তারিখ বা সংখ্যা নয়। প্রতিটি তারিখ অনেক সুঘটনা ও কুঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। এ ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে যোগ হওয়া নতুন তারিখটি হলো ১১ জানুয়ারি।

অন্য তারিখগুলোর ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার হলেও তুলনামূলকভাবে ১১ জানুয়ারি তারিখটি বেশ রহস্যময়। কারণ এদিন কি হয়েছিল তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। তবে সবাই দৃশ্যমান যে পরিবর্তন দেখতে পান তা হলো, প্রায় ২৬ বছর আগে ১৯৮২ সালে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের পর আরেকজন প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করেন। বিচারপতি সাত্তার ক্ষমতা ছেড়ে দেন আর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দুটি পদ থেকে সরকারপ্রধানের পদ ছেড়ে শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব রাখেন। এর কিছুদিন আগেই জাতির উদ্দেশে দেয়া আরেক ভাষণে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সাংবিধানিকভাবে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এতো ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও তিনি দেশের মানুষকে কোনো শান্তি দিতে পারেননি। অনেকে বলেন, তিনি অসহায়ের মতো পরিচালিত হয়েছিলেন। মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে, তার চেয়ে বঙ্গভবনের এক কর্মকর্তা আচরণে অনেক বেশি ক্ষমতাধর ছিলেন। দেশ জুড়ে তখন বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি হয়েছিল। একজন উপদেষ্টা টানেলের শেষ প্রান্তে আলো দেখা যাওয়ার কথা বললেও শেষ পর্যন্ত উপদেষ্টাদের অসহায়ত্বের পাশাপাশি বঙ্গভবনের মোখলেসুর রহমান, নির্বাচন কমিশনার মাহফুজুর রহমানের মতো ব্যক্তিদের বাণী চিরন্তনী-র মধ্যে দেশের মানুষ কোনো আশার আলো খুজে পায়নি। সাংবিধানিকভাবে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের চেয়ে কম ক্ষমতাধর হয়েও সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তিনি তা-ও দেখাতে পারেননি।

১১ জানুয়ারির পরিবর্তনের পর অনেকে রক্তক্ষয়ী সংঘাত থেকে বেচে যাওয়ার আশা করেন। বিএনপি ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে দাবি করেন, এ সরকারকে তারাই ক্ষমতায় এনেছেন। যদিও তিনি এবং শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অনেক রাজনৈতিক নেতাই দুর্নীতির দায়ে এখন জেলে আছেন।

সময় পেরিয়ে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০০৮ সালে এসেছে। গত এক বছরে এতো সব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে যেটা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

বিশ্বে নিয়মিত গণতন্ত্রের চর্চা আছে এমন কোনো দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটি নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরাই এ বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংক্ষিপ্ত সময়টাতে এতোদিন সাধারণ মানুষ বেশ স্বাধীনতা অনুভব করতেন। কাকে ভোট দেবেন সে আলোচনার পাশাপাশি বেশ শান্তিময় পরিবেশে দিন কাটাতেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সে ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে ২০০৬-এ বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পরপরই।

কেউ কেউ মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো চাটনির মতো। যা অল্প খেলেই মজা লাগে। কিন্তু চাটনিই যদি মূল খাবার হয়ে যায় তবে সেটা আর মজা থাকে না। তখন তা হয়ে ওঠে বিস্বাদপূর্ণ। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবস্থা হয়েছে সে রকম। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ অতিমাত্রায় খেলে যেমন তার কার্যকারিতা হারিয়ে যায়, তেমনি জরুরি অবস্থার অতি ব্যবহারে একই ঘটনা ঘটতে পারে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। সাংবিধানিকভাবে এটি বৈধ, না অবৈধ তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি অনুকরণীয় নির্বাচন করার স্বপ্ন দেখিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের যেমন এজেন্ডা থাকে, তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল এজেন্ডাই হলো একটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

গত এক বছরে সরকারি কর্মকাণ্ডে দেখা গেছে তারা অনেক কাজ করেছেন; কিন্তু মূল কাজটি থেকে সরে গেছেন। এ কারণে এক বছর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখন অধিকাংশ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, নির্বাচন হবে তো? কবে হবে?

এ সরকার ক্ষমতা নেয়ার পরপরই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে যেভাবে শহর ও গ্রামের মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল, তাতে অনেক মানুষই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তাদের ভাষ্যমতেই অনেক বড় রাঘববোয়াল বা চুনোপুটি ধরা পড়লেও চাকরি হারিয়েছেন সেসব ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বহু ব্যক্তি। এ বিষয়টির প্রতি সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ছিল। নতুন চাকরির কোনো পরিবেশ সরকার তৈরি করতে পারেনি; বরং যে কোনো সময় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে এখনো দিন কাটাচ্ছেন বহু মানুষ। এতো সংখ্যক বেকারের দেশে কর্মসংস্থান হওয়া উচিত ছিল অন্যতম প্রধান প্রায়োরিটি।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এ সরকার করলেও তাদের সাফল্য ম্লান হয়ে গেছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে। কারণ বড় বড় দুর্নীতি সাধারণ মানুষ চোখের সামনে দেখতে পান না; কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে তা সরাসরি বুকে এসে লাগে।

রাজনৈতিক সরকারকে যতো দোষ দেয়া হোক না কেন তারা এ বিষয়গুলো বোঝে। দেখা যায় রাজনৈতিক সরকার আমলে পাচ বছরে চালের দাম বাড়ে কেজিপ্রতি মাত্র ৫০ পয়সা। আর বর্তমান সময়ে দিনে বাড়ে কেজিপ্রতি দুই-তিন টাকা। এর কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক অবস্থান তৃণমূল পর্যন্ত ছড়ানো এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকে বলে তারা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে বা যে কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারে।

যে কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য এটা হলো সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা। কারণ এ সরকারগুলোতে যারা থাকেন তাদের অধিকাংশেরই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও একই অবস্থা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি চার উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল এএসএম মতিউর রহমান, তপন চৌধুরী, গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী এক সঙ্গে এবং এর আগে আরেক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর পদত্যাগের ঘটনার মূল বিষয়টিই ছিল জনগণের ভাষা বুঝতে না পারা।

অনেক সময় দেখা যায়, কাটাচামচ দিয়ে যারা লাঞ্চ বা ডিনার করেন তাদের পক্ষে গ্রামের যে সাধারণ মানুষটি সানকিতে পানতা নিয়ে লবণ দিয়ে খায়, তার অনুভূতি বোঝা সম্ভব নয়। এ কারণে খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা এককভাবে যতো ভোট পান, সুশীল ব্যক্তিরা মিলিতভাবেও এতো ভোট পান না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যারা এখন সংস্কারের কথা বলছেন তারা ব্যক্তিগত পরিচয়ে দাড়ালে কতো ভোট পাবেন সেটা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এছাড়া নির্বাচনের সময় দলীয় হার্ডকোর কর্মী-সমর্থকদের স্যান্ডালাইজেশন বা জুতাপেটা হওয়ার আতঙ্কেও ভুগছেন অনেকে।

রাজনীতিবিদরা সরকার ও জনগণের মাঝখানে সেতু হিসেবে কাজ করেন। ভালো হোন বা খারাপ হোন, শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়ার মতো নেতা-নেত্রীরা জনগণের সে ভাষাটা বুঝতে পারেন। এয়ারকন্ডিশন্ড রুমে বসে সুশাসন বা জনগণের অধিকারের কথা যতোই বলা হোক না কেন, জনগণ তাদের ভোট দেন না। কেউ কেউ বলেন, মিডিয়া বা অন্যরা বিভ্রান্ত হলেও জনগণ তাদের নেতা-নেত্রী ঠিকই বেছে নিতে জানেন। জনগণ আগে দেখেন যাকে ভোট দিচ্ছেন, বিপদে-আপদে লোকটিকে কাছে পাওয়া যাবে কি না। এ কারণে অনেক সময় সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ মানুষও উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিদের নির্বাচনে হারিয়ে দেন। এর দায় ভোটারদের দিয়ে লাভ নেই।

নির্বাচনী ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার আনতে শুধু ভালো প্রার্থী দাড় করালেই হবে না, সাধারণ মানুষকে আগে শিক্ষিত করতে হবে। শুধু নিজেরা অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ডে গেলে হবে না, গ্রামে কুড়েঘরে থাকা লোকটির ছেলে বা মেয়েকেও সে সুযোগ করে দিতে হবে। বাইরে পাঠাতে না পারলে দেশে সে ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকদের জেলে ঢুকিয়ে সে পরিবেশ তৈরি হবে না।

বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে যে সাধারণ চিত্রটি দেখা যায় তা হলো, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হস্তক্ষেপ করার পর কোনো সরকারেরই ভবিষ্যৎ ভালো হয়নি। সামরিক শাসক এরশাদ অনেক চেষ্টা করেও এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। পুলিশি নির্যাতন, সন্ত্রাসী হামলা থেকে শুরু করে এমন কিছুই ছিল না যা তিনি প্রয়োগ করেননি ছাত্র-শিক্ষকদের দমিয়ে রাখার জন্য। ঢাকা ইউনিভার্সিটিই তার পতনের প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছিল। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক থাকা অবস্থায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান আক্রমণাত্মক ভূমিকা না নিয়ে ভিন্ন পন্থা নিয়েছিলেন। নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে তার দূরত্ব কমিয়েছিলেন। যার ফলে পর্যায়ক্রমে বিএনপি দলটির মূল শক্তি হয়ে দাড়ায় এর ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অস্থায়ী সমাধান হলেও দীর্ঘস্থায়ী সরকার পরিচালনার জন্য রাজনীতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার হরতালমুক্ত একটি বছর উপহার দিলেও সে সাফল্য তারা ধরে রাখতে পারেনি রাজনীতিহীন কর্মকাণ্ডের কারণে। সমাজে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের অস্থিরতা। সামাজিক সন্ত্রাস ব্যাপক রূপ নিয়েছে। যেখানে-সেখানে ছিনতাই থেকে শুরু করে ব্যাংকের ভল্ট ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে এসব ঘটনার তুলনা চলে আসছে বিভিন্ন আলোচনায়।

বাংলাদেশের মানুষ কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া পছন্দ করেন না। এ দেশের মানুষের মানসিকতা না বুঝে কোনো উদ্যোগ নেয়া ঠিক নয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর দেশের মানুষ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। ড. ইউনূস এ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিশেছেন, বর্তমান সময়ের অধিকাংশ রাজনীতিবিদই সেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে পারেননি। কিন্তু যখনই তিনি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিলেন তখন সাধারণ মানুষ আর সাড়া দেননি। কারণ জরুরি অবস্থায় অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম স্থগিত থাকার সময় তার রাজনীতিতে আসার ঘোষণা তারা ভালোভাবে নেননি। এটা যদি তিনি অন্য সময় করতেন অনেকেই তার সঙ্গে যোগ দিতেন।

দেশের রাজনৈতিক ভূমিকম্প এখনো থামেনি। অস্থিরতার সমাধান কখনো অস্থিরতা দিয়ে আসে না। দেশ কোন গন্তব্যে চলছে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। দেশে জাতীয় সরকার গঠিত হবে কি না সেটা নিয়েও চলছে আলোচনা। হারাধনের ১০টি ছেলে হারিয়ে যাওয়ার মতো উপদেষ্টারা যেভাবে একে একে পদত্যাগ করছেন তাতে করে ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা থেকেই যায়।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমনী দিন ১১ জানুয়ারিকে বর্ণনা করা হয় ওয়ান ইলেভেন হিসেবে। কেউ কেউ এখন তাদের বক্তব্যে ওয়ান ইলেভেনের চেতনা শব্দগুলো ব্যবহার করেন। ওয়ান ইলেভেন শব্দগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে নাইন ইলেভেনের সঙ্গে মিলিয়ে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে বিশ্ব দৃশ্যপট পাল্টে যায়। বিশেষ করে মুসলমানরা সারা পৃথিবীতেই ঝুকির মধ্যে পড়ে যান। আমেরিকার সিকিউরিটি সিস্টেমে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আফগানিস্তান ও ইরাকে নির্বিচার হামলা এবং অন্যান্য দেশে হামলার পরিকল্পনা নেয়া হয়। নাইন ইলেভেনের পর মূলত বিশ্ব জুড়ে যেটা ছড়িয়েছে সেটা হলো আতঙ্ক। অর্থাৎ নাইন ইলেভেন কোনোভাবেই পৃথিবীর জন্য ভালো কিছু বয়ে আনেনি। নাইন ইলেভেনের মতো একটি অশুভ তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের দেশে ওয়ান ইলেভেন শব্দগুলোর ব্যবহার একই পরিণতি বয়ে আনে কিনা সেই ভয় সব সময়ই কাজ করে।

mz5000@gmail.com

একুশ মানে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা
একুশ মানে মাথা নত না করা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে সচেতনতা।
একুশ মানে অধিকার আদায়ের তারুণ্যতা।

মারা গেলো। আমি এখনো বেঁচে আছি।
বড় আশ্চর্য্যই লাগেরে বাবা। জানিনে নতুন বছরে ভাগ্যে কি আছে।
১২.৩০.০৭
হঠাৎ করি তোমাদের সাথে দেখা হওয়াতে বড়ই খুশী হলাম। তোমাদের নাম জানা ছিলো কিন্তু সামনা-সামনি এটাই প্রথম।
জাহান, হুদা, কাজি, হামিদা, রহমান তোমাদের নাম দেখেছি পত্রিকায় কিন্তু এই প্রথম দেখাতে খুব খুশী হয়েছি। দেখোতো বাবা, ঐ পাকিস্তানের ভুট্রো মাইয়াডারে মারি ফেললো। এডা কি একটা কাজের কাজ হলি নাকি, কওতো দেখি।
আর কয়ডা দিন পর নতুন বছর। তারপর তাদের নির্বাচন, সুখের দিন ....? হলি না তা আর হলি না। ভাগ্য, সবিই ভাগ্য। কার কখন যে কি হবি, তা বুলা বড়ই মুশকিল। চিন্তা হয়রে বাবা, বড়ই চিন্তা হয়, বাংলাদেশের ঐ দুই মাইয়ারে নিয়ে চিন্তা হয়।
তবে আল হামদুলিল্লাহ বেডি দুইডা বড়ই নিরাপদে আছে।
মিছিল নাই, রাস্তায় জ্বালাও জ্বালাও, অমুকের গদিতে আগুন জ্বালাও এক সাথে, এইসব ছন্দ মিশ্রিত গলাবাজি থেকে আপাতত নিরাপদে আছে। বাইরে আসার প্রয়োজন নাই।
থাক মা , তোরা ঐখানেই থাক।

খালাআম্মা, আয়েশা সিদ্দিকা, অক্সনার্ড থেকে।

খালাম্মার খোলা চিঠি

আল হামদুলিল্লাহ।

আর একটা বছর কাটি গেলোরে বাবা। কতো দুঃখ, কতো কষ্ট আর ঝামেলার বোঝা বইতে হলো। হত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক হত্যা আর লুটপাট, এই ছিলো গত বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমার চেয়ে বয়সে কতো ছোট আত্মীয়-স্বজন

খালাআম্মা, আয়েশা সিদ্দিকার সাথে একুশের এডিটরবৃন্দ। ছবি - একুশ

মতামত - সম্পাদক দায়ী নয়

'সন্দেহ'

(১). সবার প্রিয় একুশ গত ১১ ডিসেম্বর , ২০০৭ সংখ্যায় 'সন্দেহ' নিয়ে একটি চমৎকার প্রতিবেদন তৈরী করেছে। প্রতিবেদনটিতে লেখক-লেখিকাগণ খুবই সুন্দরভাবে, সাবলীলভাবে সন্দেহ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিবেদনের সকল লেখক-লেখিকাগণকে অশেষ ধন্যবাদ। সন্দেহ একটি আত্মঘাতি ব্যাধি যা নিজেকে শেষ করে তুষের আগুনের মতো। এর থেকে সূত্রপাত হয় অশান্তি, ঝগড়া। আশা করি আমাদের কমিউনিটিতে সন্দেহপ্রবণ লোকদের এ প্রতিবেদনটি থেরাপি হিসাবে কাজ দেবে। সন্দেহ পরিহার করে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের উপর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে পারলে সুখ নামের সোনার হরিণ ধরা দেবে। পরবাসে সবাই ভালো থাকবে। বাস্তবধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের জন্য একুশ-কে ধন্যবাদ। যারা প্রিন্ট পত্রিকা মিস্ করেছেন তাদের জন্য একুশের নিয়মিত ইন্টারনেট ভার্শান দেখে নিতে পারেন। ভিজিট করুন: www.ekush.info

(২). প্রিয় খালাম্মাকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার লেখা শুরু। একুশ হাতে পাওয়ার সাথে সাথে খালাম্মার কলামটা পড়ে মনটা শান্ত হয়। খুব ভালো লাগে খালাম্মার লেখা। আমার স্বামীও খালাম্মার লেখার একজন ভক্ত ও পাঠক। দেখা গেলো একুশ হাতে আসার সাথে সাথে আমরা দু'জনে খালাম্মার লেখা পড়া শুরু করে দিয়েছি। খালাম্মার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি যেনো আমরা যুগ যুগ ধরে খালাম্মার লেখা পড়তে পারি।

(৩). ধারাবাহিক উপন্যাস ''বসন্ত ছুঁয়ে যাক'' এর লেখিকা মমতাজ শহীদকে ধন্যবাদ জানাই চমৎকার একটি প্রেমের উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখার জন্য। 'বসন্ত ছুঁয়ে যাক' উপন্যাসের একজন নিয়মিত পাঠক আমি। এই উপন্যাসের প্রধান দু'টি চরিত্র শোভন ও শ্রাবণীর শেষ পরিণতি কি হবে তা জানার জন্য প্রতি সংখ্যায় অপেক্ষায় থাকি। তাই একুশ-এর কাছে বিশেষভাবে আবেদন এই উপন্যাসটিকে যেন নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে প্রচার করেন।

(৪). একুশের নতুন ভিডিও সাইটে প্রফেশনাল ভিডিও ক্লিপ দেখা যাচ্ছে। সম-সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতিবেদনগুলি দর্শক নন্দিত হয়েছে। ধন্যবাদ একুশ টীমকে। ভিজিট করুন: www.21tube.com

-কলি
হলিউড, লস এঞ্জেলেস।

ইঞ্জিনিয়ার জলিল খানের এনআরবি ক্ষোভ

জনাব ইঞ্জিনিয়ার জলিল খান, ৫-৬টি পদের বিশ্লেষণ দিয়ে একটি পত্র মার্কেটে ছেড়েছেন। সে পত্রটি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশের ইকোনমিক মিনিস্টার মোঃ মাহফুজুল হকের উদ্দেশ্যে। যেখানে তিনি চ্যালেঞ্জের সাথে বলেছেন, কারা এই সব এনআরবি'র সম্মেলন ঢাকায় করছে, যেখানে আমি জানিনা বা আমন্ত্রিত হইনি ? এত বড় স্পর্ধা ? ইত্যাদি। তিনি বলেছেন, এদেরকে কারা অথরিটি দিয়েছে ? এ প্রসঙ্গে জনাব জলিল খান আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি যেমন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেজে ৬০,০০০ লস এঞ্জেলেসবাসীর নেতা হওয়ার দাবী করেন, সে রকম আরেক জন করেছে। আপনার কষ্ট লাগছে কেন ? আপনিও দেশে গিয়ে প্রবাসী সম্মেলন করেন, কে বাধা দিলো। আপনার অথরিটি নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। বরঞ্চ প্রবাসীদের জন্য আরও ভালো, দেশে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ ঘটবে। ডলার খরচ করে ক্লিনটনদের মতো ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপালেই যদি নেতা হওয়া যেতো, তাহলে চামার আর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকতো না। জোর করে নেতা হওয়া যায় না। মানুষের ভালোবাসায় নেতা হওয়া যায়। গান্ধীর জীবনী পড়ে লম্ফঝম্ফ মারলে মানায়। এটলিস্ট ডঃ জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন, কিভাবে জায়গা মতো বসা যায়। তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন, যেখানে তিনি জানেন না এনআরবি সম্মেলন হচ্ছে সেখানে বুঝতে হবে কিছুই হচ্ছে না। সেই ব্যক্তি পরের সপ্তাহে স্বেচ্ছায় পকেটের পয়সা খরচ করে ঢাকায় চলে গেলেন এনআরবি সম্মেলনে যোগদান করতে। কারণ যখন সম্মেলন হচ্ছেই তখন বাদ পড়া কেন। একেই বলে চতুর ও বুদ্ধিমান। আর আপনি এক্ষেত্রে আহাম্মক ও এরোগেন্ট। ঘেউ ঘেউ করা যদি আপনার স্বভাব হয়, তাহলে ঘেউ ঘেউ করে যাবেন। সমাজের উপকার করতে পারবেন না।

রেজাউল করিম
লস এঞ্জেলেস।

স্ট্যান্ডবাজ ইসমাইল হোসেন

পৃথিবীতে বহু ধরণের মানুষ আছে। দুর্নীতিবাজ, স্ট্যান্ডবাজ, ওমুকবাজ, তমুকবাজ প্রমুখ। এক্ষেত্রে লস এঞ্জেলেসে আবির্ভূত হয়েছেন স্ট্যান্ডবাজ , ইসমাইল হোসেন। তিনি জানেন কি করে শর্টকাট মেরে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং সহজে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভূয়াবাজি মেরে অতি অল্পতেই বাজিমাৎ করা যায়। স্ট্যান্ডবাজ ইসমাইল হোসেনের হঠাৎ হঠাৎ করে তাৎক্ষণিক আইডিয়া নিয়ে নাম কামানোর প্রবণতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বিনোদন টিভি নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে তোলপাড় করে ফেললেন, কিন্তু এখন তার কোন খবরই নেই। সম্প্রতি বিজয় দিবস নিয়ে চমকে দিলেন মমিনুল হক বাচ্চু, জাহিদ হোসেন পিন্টু ও মাহবুব খানকে একত্রে হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে দৈহিকভাবে। অথচ মানসিকভাবে চলে গেল আরও দূরে। কিন্তু জনসম্মুখে তিনি দেখালেন, আমি একটি মহৎ কাজ করলাম। আসলে সব কিছুর মধ্যে রয়েছে আত্মপ্রচারের ব্যক্তিস্বার্থ। অর্থ খরচ করে নাম কামানোর প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত।

-বাবুল রশিদী
অরেঞ্জ কাউন্টি।

প্রবাসে পত্রিকা প্রকাশনা ঃ এ্যাং গেল ব্যাং গেল খলসে বলে আমি একটু দেখি

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। কথাটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আসলেই নিজের পশ্চাতের জোর জানেন না। প্রবাসে পত্রিকা বের করার খায়েশ এই ধরণের ৯০% লোকের আছে। এই ধরণের লোক কেন পত্রিকা বের করতে চায় ? তার কারণ হলো হিংসা বা জেদের বশবর্তী হয়ে পত্রিকা বের করা, অন্যকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, সম্পাদক বা সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে জাহির করার জন্য, সমাজে নিজের অন্য রূপকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য, নেতা হওয়ার জন্য, অতিথির আসনে বসার জন্য, সম্মানের সাথে দাওয়াত বা আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য, এ ধরণের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা তাদের উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন আমার অর্থ আছে, পত্রিকা বের করতে পারবো না কেন